পাঠক ফোরাম

গ্রাম সরকার প্রসঙ্গ

গ্রামসরকার ব্যবস্থা প্রথম প্রবর্তিত হয়েছিল ১৯৮০ সালে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাসনামলে। ২০০১ সালের নির্বাচনে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর ২০০৩ সালে সেই ব্যবস্থাটির পুনঃপ্রবর্তনের জন্য গ্রাম সরকার আইনটি পাস করে। এতে স্থানীয় সরকার কার্যক্রম বৃদ্ধির বিষয়টি কতটা কাজ করেছে তা ভেবে দেখার বিষয়। তবে সাধারণভাবে ধারণা করা হচ্ছে, নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত ইউনিয়ন পরিষদের ওপর সরকারি দলের প্রভাব থাকতে পারে এই ব্যবস্থায়। ব্লাস্ট নামে একটি এনজিও গ্রাম সরকার আইনকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে একটি রিট আবেদন করে। সেই আবেদনের ভিত্তিতেই আদালত আইনটি অবৈধ ঘোষণা করে। পত্রিকা সূত্রে জানলাম, যে ব্যবস্থাটিকে আদালত অবৈধ ঘোষণা করেছে, সেই গ্রাম সরকার খাতে গত বছর খরচ হয়েছে ১২০ কোটি টাকা। আর এই অর্থবছরে বরাদ্দ করা হয়েছে আরো ৬০ কোটি টাকা। গ্রাম সরকারের যে কাঠামো বা রূপরেখা রয়েছে তাতে আসলে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার শক্তি বাড়ার কোনো সুযোগ নেই। সরকার পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সরকার আপিল করবে। কিন্তু তা কতটা শুভবুদ্ধির পরিচয় হবে এবং সুফল বয়ে আনবে তা ভেবে দেখার বিষয়।

সালমা সুলতানা
কমলাপুর, ঢাকা

সন্ত্রাস দমন!

পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারলাম আদাবরে থানা স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু সন্ত্রাস দমনে এর ভূমিকা কী হবে সেটাই সংশয়। কারণ পুলিশ সন্ত্রাস দমনের চেয়ে সন্ত্রাস পালন এবং তৈরি করতেই ব্যস্ত। কেননা, সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা তারই প্রমাণ দেয়। এই আদাবরে ১০ নং রোডের মাঝামাঝি এবং ১৬ নং রোডের মাঝামাঝি থেকে বাঁধ পর্যন্ত বিরাট বস্তিতে আগারগাঁও বিএনপি বস্তির বেশির ভাগ সন্ত্রাসী নিরাপদে অবস্থান করে প্রতি রাতে লাখ লাখ টাকার মাদক ও অস্ত্র বেচাকেনা করছে, যার সঙ্গে এলাকার কমিশনার বা অন্যান্য প্রতিনিধিও জড়িত। প্রতি রাতে ১১টার পর ১০ নং রোডের মাঝামাঝি খালি বালুর মাঠে সন্ত্রাসীদের ভাগবাটোয়ারা সম্পন্ন হয়। প্রতিটি ভাগবাটোয়ারা সতর্ক ও দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন হয়। এ জন্য বলছি, নতুন গঠিত থানার কর্মকর্তারা কি পারবে এদের দমন করতে? নাকি সন্ত্রাসীরা উৎসাহিত হবে এটাই দেখার বিষয়।

নাম-ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

পুলিশের ভূমিকা

আমাদের পুলিশ সার্জেন্ট কোন কাজে লাগে তা আমার বোধগম্য নয়। রাস্তায় বেরুলে দেখি পুলিশ সার্জেন্টরা রাজার হালে মোটরসাইকেল চালিয়ে যাচ্ছেন, রাস্তার যেখানে-সেখানে মোটরসাইকেল পার্ক করছেন আর শকুনের মতো তাকাচ্ছেন কোন গাড়িকে আটকে বখরা আদায় করা যায়। মানুষের উপকার হয় এমন কাজে আমি কোনো পুলিশ সার্জেন্টকে অংশ নিতে দেখিনি। যেকোনো ব্যস্ত সড়কে যানজট তৈরিতেও পুলিশ সার্জেন্টরা সিদ্ধহস্ত। কারণ তারা বখরা আদায় করার নামে যেখানে-সেখানে যানবাহন আটকে রাস্তায় জ্যাম তৈরি করে। ইদানীং পত্রিকা ও টিভি চ্যানেলের কল্যাণে দেখছি ছিনতাই, রাহাজানি, অপহরণ ও ডাকাতিতেও পুলিশ সার্জেন্টরা সমানতালে অংশ নিচ্ছেন। তাহলে প্রশ্ন, সার্জেন্ট পদটি রাখার যুক্তি কোথায়?

আখতারুল আলম বাবুল
লোহাগড়া, নড়াইল

এইডস সচেতনতা

সে দিন টিভির সামনে বসে একটি বিজ্ঞাপনচিত্রে হঠাৎ চোখ পড়লো। প্রথমে বুঝতে পারিনি বিজ্ঞাপনচিত্রটিতে কি বলা হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর বুঝলাম যে এতে এইচআইভি/এইডসের কথা বলা হচ্ছে। বিজ্ঞাপনচিত্রটি দেখে আমি মুগ্ধ হলাম। এইডসকে এতো সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে, যে কেউ বিজ্ঞাপনচিত্রটি দেখলে আকর্ষিত হবে। অবশ্য বাংলাদেশের বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণের কৌশল বেশ উন্নতমানের। আর বিজ্ঞাপন হলো কোনো বিস্ময়

মধ্যবিত্তের স্বপ্নভঙ্গ

আমি এবং আমার স্ত্রী দু'জনই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। গত বছর আমরা একটি অ্যাপার্টমেন্ট ক্রয় করার সিদ্ধান্ত নেই। এর মধ্যে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের প্রজেক্টও আমরা ঘুরে দেখেছি এবং দেখছি। কিন্তু হঠাৎ করে বাজেট-পরবর্তী সময়ে অ্যাপার্টমেন্টের দাম কেন বেড়ে গেল বুঝলাম না। আমি যতটুকু জানি বা বুঝি, এতে ফ্ল্যাটের দাম সরাসরি বাড়েনি বা নতুন কোনো করও ধার্য করা হয়নি। অথচ কিছু প্রতিষ্ঠান প্রতি স্কয়ারফিটে দাম বাড়িয়ে দিয়েছে ফ্ল্যাটের। একই এলাকায় একেক প্রতিষ্ঠান একেক রকম দাম রাখছে। অথচ তা নিয়ন্ত্রণের কেউ নেই। রিহ্যাবও এ ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয়। তাহলে আমরা কোথায় যাব? আমাদের মতো মধ্যবিত্তের ঠিকানা কোথায় হবে?

কামাল হোসেন
মনিপুরীপাড়া, ফার্মগেট, ঢাকা

আমরা কি খাচ্ছি

আমাদের খাবারের তালিকায় দৈনন্দিন যা কিছু আছে তার সবগুলোর সঙ্গে মেশানো হয় বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য। শুঁটকির মতো একটি সৌখিন খাবার, তাতেও মেশানো হয় বিষ। ফলমূল, শাকসবজি, রুটি, বিস্কুট, নুডল্‌স, জুস কোথায়ও নেই সেই রাসায়নিক দ্রব্য? এতো কিছুর সঙ্গে আবার জড়িত হয়েছে খাবারের নোংরা পরিবেশ। দেশের নামী-দামি হোটেল-রেস্টুরেন্টগুলো এর থেকে দূরে নয়। এভাবে মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে মানুষকে পঙ্গু করে দেয়া মানে পুরো দেশকে পঙ্গু করে দেয়া। গর্ভবতী মায়েরা এসব রাসায়নিক দ্রব্য মেশানো ফলমূল খেয়ে প্রতিবন্ধী সন্তান ধারণ করছেন। এভাবে চলতে থাকলে দেশে বুদ্ধিদীপ্ত সন্তানের পরিমাণ কমতে থাকবে। এছাড়া দেশে হার্ট, কিডনি ও বিভিন্ন ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং পাচ্ছেও। ঢাকার গুলশানের একটি নামীদামি রেস্তোরাঁয় চিংড়ি মাছের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে তেলাপোকার ঝাঁক। এগুলোই যখন টেবিলে আসে, আমরা মজা করে খাই। মোবাইল টিম এসব ভেজালকারীদের বিভিন্ন মেয়াদে জেল ও জরিমানা করছে। আসলে এতো অল্পতেই এদের ছেড়ে দেয়া ঠিক নয়। কারণ আমরা যা খেয়ে জীবন ধারণ করি, বেঁচে থাকি তাতে বিষ মেশানোকারীদের আরো কঠিন শাস্তি দেয়া উচিত। সরকারের উচিত এসব রেস্টুরেন্ট সিল করে বন্ধ করে দেয়া। বাকি খাবার হোটেলগুলোতে তাৎক্ষণিক ভিজিটের ব্যবস্থা করা। এতো অল্পতেই এদের ছেড়ে দেয়া ঠিক হবে না।

রহিম, মিরপুর, ঢাকা

মানুষের কাছে তুলে ধরার অত্যন্ত সহজ উপায়। কিন্তু বিজ্ঞাপনচিত্রটি টিভিতে যেখানে সবচেয়ে বেশি হওয়ার কথা সেখানে এর প্রচারের মাত্রা খুবই কম। এইচআইভি নিয়ে আমাদের আলোচনা করার কথা এখন সবচেয়ে বেশি। কারণ এর সংখ্যা বিশ্বময় বেড়েই চলছে। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে এখনো এই রোগের কোনো ওষুধ আবিষ্কার হয়নি, প্রতিরোধ যার একমাত্র অবলম্বন। এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের লজ্জা পাবার দিন চলে গেছে। এখন এ বিষয়টি নিয়ে বেশি বেশি আলোচনা করতে হবে। যারা এর সম্পর্কে জানেন তারা তাদের পরিবার থেকে শুরু করে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে এ নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করতে পারেন। এটি হচ্ছে একটি নীরব ঘাতক। এটি ছড়ায়ও নীরবে। তাই এ বিষয়টি নিয়ে আমাদের সরব হতে হবে। আর টিভিতে এই বিজ্ঞাপনচিত্রটি বেশি বেশি করে প্রচার করে মানুষের ঘরে ঘরে, জনে জনে পৌঁছে দেয়া এখন সময়ের দাবি।

ডা. মোস্তফা আব্দুর রহিম
সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র
মিরপুর, ঢাকা

পানি চাই পানি নাই

খিলগাঁও বাগিচায় বক্স কালভার্ট নির্মাণের কাজ বেশ কিছুদিন যাবৎ চলছে। নির্মাণকাজের সুবিধার্থে এখানে ওয়াসার পানির মোটা পাইপের স্থলে চিকন পাইপ স্থাপনের ফলে উত্তর শাহজাহানপুরস্থ বর্ণালী স্টুডিও সংলগ্ন গলিসহ আশপাশের বহু বাড়িতে পানি সরবরাহ এখন প্রায় বন্ধই থাকে। এখানে পানির জন্য রীতিমতো হাহাকার চলছে, দুর্ভোগেরও কোনো শেষ নেই। বিশুদ্ধ পানির অভাবে নানাবিধ সমস্যায় ভুগছে এলাকাবাসী। আশা করি কর্তৃপক্ষের সহৃদয় দৃষ্টিতে বিষয়টির আশু সমাধানে সচেষ্ট হবেন।

মোঃ মনসুর
উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা

দৃষ্টি আকর্ষণ

ফুটপাত-ফ্লাইওভার দখল

ঢাকার প্রধান সমস্যাগুলোর মধ্যে জনসাধারণের স্বচ্ছন্দে পথ চলাচলের জন্য নির্মিত ফুটপাত ও ফুট ওভারব্রিজ বেদখল এবং চাঁদাবাজি অন্যতম। ফুটপাত ও ফুট ওভারব্রিজ দখল করে বিশাল এক সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজচক্র গড়ে উঠেছে। এদের প্রতিনিধি নামধারী ক্ষমতাধর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যক্তিরা আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয় এবং আর্থ ও ক্ষমতার রক্ষক হিসেবে ব্যবহার করে। আশ্চর্যজনকভাবে লক্ষ্য করা যায় যে, সচিবালয় সংলগ্ন ফুটপাত থেকে শুরু করে বিভাগীয় কমিশনার, ডিসি অফিস, কোর্টকাচারি, ব্যাংকপাড়া, টেলিফোন, পোস্ট অফিস, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ও পুলিশ কমিশনার অফিস সংলগ্ন এলাকায় ফুটপাত দখল করে নির্বিঘ্নে চাঁদাবাজি চলছে! এদের কার্যকলাপে নাগরিক জীবন দিন দিন দুর্বিষহ হয়ে পড়ছে। খোদ রাজধানীতে প্রশাসনের জ্ঞাতসারে পুলিশ ও রাজনৈতিক নেতাদের ছত্রছায়ায় প্রতিদিন শুধু ফুটপাত থেকে ২৫ লাখ টাকার চাঁদাবাজির হোতাদের নাম-ঠিকানাসহ যে ভয়াবহ চিত্র সাপ্তাহিক ২০০০-এ ফুটে উঠেছে তাতে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের টনক নড়বে কি না তা দেখার বিষয়!

মোঃ মজহারুল ইসলাম মজুমদার
তোপখানা রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা

কেমন আছি আমরা

কে আমাদের নিরাপত্তা দেবে? রক্ষক যদি হয় ভক্ষক তাহলে কে আমাদের রক্ষা করবে? যারা জানমালের নিরাপত্তার দায়িত্বে তারাই যদি উল্টো ছিনতাইকারী, ডাকাত, ধর্ষণকারী হয় তাহলে সাধারণ মানুষ কার কাছে নিরাপত্তা চাইবে? তাহলে তো দেশের সরকার থাকা আর না থাকা সমান কথা। সাধারণ মানুষ চায় একটু শান্তিতে ঘুমাতে, নিরাপদে পথ চলতে। চারদলীয় সরকার আপনারা দুর্নীতি বন্ধ করুন, রক্ষকদের উপযুক্ত শাস্তি দিন। তা আপনাদের জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে। নতুবা ভবিষ্যতে আপনাদের জনগণের কাছে অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। জনগণ চায় শান্তি, জানমালের নিরাপত্তা। আর জানমালের নিরাপত্তা দেয়ার জন্যই জনগণ আপনাদের ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছেন। আপনারা নির্বাচিত সরকার হয়েও যদি জনগণের চাহিদা পূরণ করতে না পারেন তাহলে ক্ষমতায় থেকে কী লাভ? জনগণের চাহিদা পূরণ করুন, তাতে আপনাদেরই মঙ্গল হবে। আমরা সেই সুদিনের অপেক্ষায় রইলাম।

শাহীন আহমেদ
বিএম কলেজ, বরিশাল

এমন যেন না হয়

চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র দীপুর শিক্ষকের বেত্রাঘাতে মর্মান্তিক মৃত্যুর খবরটি পত্রিকায় পড়ে মর্মাহত হলাম। অবাক হচ্ছি পৃথিবীর কোন আদিম রাজ্যে আমরা বসবাস করছি! পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর শিক্ষা পদ্ধতি কতটা উন্নত। এখানে কিন্ডারগার্টেন ও প্রাইমারি ছাত্ররা দিনের বেশিরভাগ সময় ব্যয় করে স্কুলে শিক্ষকদের মাঝে। বিশেষ করে বাইরের দেশে বাবা-মা দু'জনকে চাকরি করতে হয়। তাই শিশুরা বেশির ভাগ সময় কাটায় কিন্ডারগার্টেনে। মোট কথা ক্লাসের পড়া ক্লাসেই শিখে ফেলে এবং সব বিষয়ে পড়া সহজে আয়ত্তে আনার কারণটি নির্ভর করে শিক্ষক এবং শিক্ষা পদ্ধতির ওপর। কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষকরা আজও শিক্ষার উপায়টি চাপিয়ে দেয় বই এবং ছাত্রদের ওপর। একগাদা বাড়ির পড়া চাপিয়ে দেয়, মুখস্থ করতে বাধ্য করে। আর পরের দিন পড়া না পারলে শুরু হয় বেত্রাঘাত। তাই বিনীত অনুরোধ, বেত্রাঘাতে পড়া আদায়ের সেই আদি পদ্ধতিকে পরিহার করে স্কুলে হাতে কলমে প্র্যাকটিক্যাল শিক্ষা দেয়ার পদ্ধতি চালু করুন। তাহলে দীপুর মতো শিশুদের বেত্রাঘাতে প্রাণ হারাতে হবে না। যদিও সব শিক্ষক এক নন।

Jahangir Alam Jahid
ACP metal finishing,
Singapore

বিতর্ক : প্রথা সংস্কার

রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা নিবারণ করে গেছেন। সমাজ থেকে একটি বিরাট অমানবিক প্রথা বিলোপ হয়েছে। বেঁচে গেছেন লাখ লাখ নারী। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রচলন করে একটি বিরাট কুসংস্কার থেকে হিন্দু সম্প্রদায়কে মুক্ত করে গেছেন। আমাদের মধ্যে এখনো যৌতুক প্রথা, কুলপ্রথা, লগ্ন বিভ্রাট ও বর্ণপ্রথাসহ বহু অমানবিক প্রথা রয়ে গেছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে, রক্তের সম্পর্ক থাকলেও সেখানে ছেলেমেয়েদের বিবাহ নিষিদ্ধ। সেটা পিসতুতো, খুড়তুতো, মাসতুতো, মামাতো, যাই হোক না কেন। তাই আমাদের মধ্যে বর বা কনে খুঁজতে হয়রানি-পেরেশানি হতে হয়। এতে বিশেষভাবে ছেলেপক্ষের দর বেড়ে যায়। যৌতুক দিতে হয় প্রচুর পরিমাণে। যদি অন্য একটি ধর্মের মতো ১৪ জন নির্দিষ্ট সম্পর্ক বাদ দিয়ে আমরাও বিবাহ সম্পর্ক গড়ে তুলি তবে আমাদের পেরেশানি ও যৌতুক প্রথার অনেক সমাধান হবে। ঐ ধর্মের লোকদের তো শারীরিক, মানসিক, সামাজিক কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। আমরা ধর্মের দোহাই দিয়ে সতীদাহের নামে হাজার হাজার মানুষ হত্যা করেছি। বিধবা বিবাহ না দিয়ে লাখ লাখ যুবতী মেয়েকে বিপথে যেতে বাধ্য করেছি। এ প্রথাগুলো বিলোপ হওয়ায় আমাদের ধর্মের কোনো ক্ষতি তো হয়নি, বরং আমরা চলমান দুনিয়ার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সম্মুখপানে অগ্রসর হতে সক্ষম হচ্ছি। এখন আমাদের বিবাহ সম্বন্ধে 'রক্তের সম্পর্ক' নিয়ে চিন্তাভাবনা করার সময় এসেছে। আশা করি বিষয়টি ধর্মীয় গুরু ও সমাজপতিগণ ভেবে দেখবেন।

সজল চক্রবর্তী, দোহার, ঢাকা